সারসংক্ষেপ

ক্ষমতায়নের পথে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীঃ সুবিচার প্রাপ্তি ও এনজিও'র ভূমিকা

ক্রেগ ভালটারস এবং ফেরদৌস জাহান

Craig Valters এবং Ferdous Jahan

মার্চ ২০১৭

Development Research Initiative

ODI এবং dRi এর যৌথ প্রচেষ্টায় এই গবেষণা পত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

Development Research Initiative (dRi) বাংলাদেশের প্রথম সারির একটি স্বতন্ত্র পরামর্শ, গবেষণা এবং মূল্যায়ন সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান। dRi উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সাহায্য, এনজিও, বাজার এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করে থাকে। ২০০৮ সালে dRi প্রতিষ্ঠার পর থেকে অসংখ্য গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উন্নয়ন কর্মকান্ডে কি কি কৌশল বা পন্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে dRi যথাযথ ও কার্যকর তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের চেষ্টা করছে।

Community Legal Services

UKaid from the British people

BRITISH COUNCIL

MAXWELL STAMP PLC

CEDR

Overseas Development Institute
203 Blackfriars Road
London SE1 8NJ

Tel. +44 (0) 20 7922 0300
Fax. +44 (0) 20 7922 0399
E-mail:info@odi.org.uk

www.odi.org
www.odi.org/facebook
www.odi.org/twitter

পাঠককে এই রিপোর্ট থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে নিজেদের প্রকাশনায় ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতিত)। কপিরাইট স্বত্ব হিসেবে, এই গবেষণা বা গবেষণার অংশবিশেষ কোন প্রকাশনায় ব্যবহার করলে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ODI এর নাম এবং প্রকাশনার একটি কপি ODI কে দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। একই সাথে এর তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে প্রকাশ করলে সেখানে ODI ওয়েবসাইট এর মূল উৎস রেফারেন্স হিসেবে দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই রিপোর্টে প্রকাশিত সকল মতামত লেখকবৃন্দের নিজস্ব যা ODI এর প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করে না।

© Overseas Development Institute ২০১৭। এই প্রকাশনাটি Creative Commons Attribution-NonCommercial Licence এর অধীনে লাইসেন্সকৃত। (CC BY-NC 4.0).

প্রচ্ছদ চিত্রঃ আইনি অধিকার ও তার স্বীকৃতি বিষয়ে সচেতনতা জন্য "উঠান বৈঠক", মাদারীপুর সদর উপজেলা, মাদারীপুর জেলা, বাংলাদেশ, ২০১২ © এমদাদুল ইসলাম বিটু

সারসংক্ষেপ

উন্নয়ন সহযোগীরা অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকান্ডে সহায়তা দিচ্ছে। বিশেষ করে এই বিষয়ে সক্রিয় এনজিও-দের ক্ষুদ্র-পরিসরে এবং জাতীয় বিচার ব্যবস্থার সংস্কারে বৃহত্তর-পরিসরে অনুদান ও সুবিধা দিচ্ছে পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক কাজ করছে। শেষ বিষয়টির সাথে মূলত প্যারালিগ্যাল, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, 'গ্রাম আদালত' এবং অন্যান্য তহবিল তৈরি করার মতো বিষয়গুলো যুক্ত। এরকম অবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের অনুদানে ডিএফআইডি এর মাধ্যমে ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড বাজেটের কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস (সিএলএস) প্রকল্প শুরু হয়। ৫ বছরের মধ্যে উন্নয়ন এবং আইনী বিষয় নিয়ে কাজ করা ১৮ টি এনজিও-কে সিএলএস অনুদান দেয় যার লক্ষ্য ছিল কমিউনিটি আইনী সেবাসমূহ উন্নত করার জন্য সহযোগীতা করা।

সিএলএস প্রকল্পটি কয়েকটি বড় প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- আইনী সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের এনজিও'রা সবচেয়ে কার্যকরী কোন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে? সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি এক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করে? আন্তর্জাতিক দাতাদের আইনী সেবা, ক্ষমতায়ন বা উভয়ের প্রচারণার মধ্যে কোনটি জোর দেওয়া উচিত? এই প্রকল্পটি নারী ও কিশোরীদের ন্যায়বিচারের সুযোগ পাবার বিষয়টিতেও গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করে। এক্ষেত্রে কিভাবে/ কি উপায়ে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল পথে সেবা দিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে নারীদের রক্ষা করা যেতে পারে সে বিষয়টি দেখা হয়েছে। অনুদান দেওয়ার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনজিও-দের আইনী দক্ষতার চেয়ে তারা কতটা স্থানিয় জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে সক্ষম সেটা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে- এই দৃষ্টিভঙ্গী আইনী সেবা প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হবে?

এই গবেষণায় নিবিড় গুনগত গবেষণা কৌশলের মাধ্যমে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কোন পন্থা বা পদ্ধতিটি কোন কোন ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে এবং কেন ভালো কাজ করে? আমরা সর্বমোট ১০০ এর উপরে নিবিড় সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা এবং সিএলএস'র কর্মকান্ড সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছি। বাংলাদেশের ৪ টি জেলার ৭ টি অনুদান গ্রাহক এনজিও'র সাথে আমরা কাজ করেছি। সিএলএস'র উপকারভোগী, এনজিও কর্মী, বিচার-বিভাগের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সারা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথেও কথা বলেছি। এর বাইরে আমরা কমিউনিটি পরিচালিত আইন সহায়তা ক্লিনিক, সরকার পরিচালিত আইন সহায়তা কার্যক্রম, উঠান বৈঠক এবং এনজিও'র মাঠকর্মীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছি।

আমাদের গবেষণায় বাংলাদেশের ন্যায়বিচারের রাজনৈতিক অর্থনীতি (**political economy of justice**) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে, এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এবং আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষকতামূলক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক আদালতের মামলাগুলোর বিচার প্রক্রিয়ায় প্রভাব রাখে। এছাড়া ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং বিশ্বাসও বিচার-প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফলে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে।

এনজিওগুলো প্রায়ই বাংলাদেশের বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করে। যদিও জেলা ও গ্রাম পর্যায়ের প্রভাবশালী লোকজনের সাথে তাদের (এনজিও) সম্পর্ক কেমন তার উপর নির্ভর করে তারা বিচার-প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল কতটা সফলতার সাথে প্রভাবিত করতে পারে। কোন এনজিও কোন কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের কাজ করার সামর্থ্য রাখে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীরা নিজেদের মতো করে নির্ধারন করে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি স্থানিয় এনজিওদের উন্নয়ন সহযোগীদের উপর এ ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি করে এবং ফলাফল হিসাবে তাদেরকে (এনজিও) দূর্বল ও প্রান্তিক করে ফেলে। কারন ঐ সিদ্ধান্ত (উন্নয়ন সহযোগীদের দেওয়া) সবসময় বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেওয়া হয় না।

আলোকচিত্রঃ আদালতের বাইরে "স্থানীয় সালিশ" এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি, কালকিনি উপজেলা, মাদারীপুর জেলা, বাংলাদেশ, © এমদাদুল ইসলাম বিটু

সিএলএস প্রজেক্টের অর্জন কি ছিলো? কিভাবে অর্জিত হয়েছিলো?

আমরা দেখেছি যে সিএলএস এনজিওগুলোকে করা ডিএফআইডির অর্থনৈতিক সহায়তা প্রশংসার দাবীদার। কারন এই সহায়তা প্রদান করার ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের গরীব এবং প্রান্তিক মানুষগুলো দৈনন্দিন যেসব আইন সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হয় তা বিবেচনায় নিয়েছিলো। এই প্রকল্প একদিকে বিশাল সংখ্যক জনগণের আনুষ্ঠানিক আইন এবং সেই আইনের প্রয়োগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে বিচার-প্রক্রিয়া ও বিচারের ফলাফলে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়ার ফলস্বরূপ নাগরিকদের একটি অংশ (যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী) অধিকার/দাবী আদায়ে এবং বিরোধ নিস্পত্তিতে এগিয়ে আসছে। এর বাইরেও নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ন কৌশলগুলো ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলো। যেমন একদিকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আইন সম্পর্কে উপস্থিত জনগণকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন সামাজিক দল ব্যবহার করে কিছু এনজিও ব্যক্তি পর্যায়ে বিরোধ মোকাবেলা করতে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে কার্যকর ভুমিকা রেখেছে। পাশাপাশি পথ-নাটকও একটি অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি হিসেবে কাজ করেছে, যার ফলে সামাজের লোকজন এসব বিষয়ে যুক্ত হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যেসব এনজিও এবং ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে তাদের উচিত সংবেদনশীল উপায়ে এগুলো করা। বিশেষ করে যেসব ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কমানোর কথা বলে সেসব বিষয়ে যখন কাজ করা হয়।

সিএলএস প্রকল্প একদিকে সামাজিক ও ভৌগলিক বাঁধাসমুহকে কমিয়েছে অন্যদিকে ন্যায়-বিচার পাবার সুযোগ ও অধিকার বাড়িয়েছে। আমরা জানি অনেক বিরোধ বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় না। কারন প্রকাশ্যে বিরোধ মিমাংসার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়, বিশেষ করে নারীদের। সিএলএস'র কর্মীরা বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগলিক বাঁধাগুলো কতটা দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করবে সেটা তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয়টি হলো, স্থানীয় প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেনীকে ঠিকমতো বুঝতে পারা, যারা কিনা বিকল্প বিচার প্রক্রিয়া বা ফলাফলে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, 'বিচার' যদি বৈষম্যমূলক হয় তাহলে ঐ বিচার প্রক্রিয়ায় সবার অন্তর্ভুক্তি কখনই সম্ভব নয়।

বাদী ও বিবাদীকে সঠিক সময়ে সুস্পষ্ট এবং শ্রদ্ধাশীল সমর্থন ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে এনজিওগুলো বিচার প্রক্রিয়ার মান আরো উন্নত করতে পারে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা কিনা এতদিনের প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাদী ও বিবাদীরা যেসকল প্রথাগত বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ন্যায়-বিচার পাওয়ার জন্য লড়াই করেন তার সম্পূর্ণ বিপরীতে এর অবস্থান, বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী সালিশ। একটি এনজিও থেকে প্রাপ্ত সহযোগীতা ও পরামর্শ বাদী এবং বিবাদীদের মামলার তুলনামূলক ভালো ফলাফল নিশ্চিত করে। তবে সিএলএস প্রকল্পে আমরা দেখেছি যে, নিয়মিত ফলো-আপ প্রক্রিয়া এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগীতার অভাব, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।

সিএলএস প্রকল্পটি সক্ষমতা তৈরী করার জন্য কার্যকরী উপায় বেছে নিয়েছিলো। এখানে সাংগঠনিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে একটি। প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে নমনীয় পদ্ধতি অনুসরন করায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে সহজ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপরে স্বল্পদিনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এনজিও'র কর্মঠ কর্মীদের প্রস্তুত করা হয়েছিলো কাজ করার জন্য। যদিও আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সিএলএস'র অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন কর্ম-পদ্ধতি, কার্যবিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আরও বিস্তারিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব ছিলো, যা করা হয়নি।

সিএলএস প্রকল্পের কাজগুলো কতটা টেকসই হবে সেটি একটি প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রকল্পের কাজ যখন শেষ হবে তখন সিএলএস কর্মীদের এনজিও'র অন্যান্য প্রকল্পে সরিয়ে নেওয়া হবে। এমনও হতে পারে কেউ কেউ অন্য এনজিও-তেই চলে যাবে। তবুও সিএলএস সম্পর্কে অভিজ্ঞ এই মানবসম্পদ ডেভেলপমেন্ট সেক্টরেই কাজ করতে থাকবেন। এটি হলো সম্ভাবনার কথা যে তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা তখনও ব্যবহার করতে পারবেন। অতএব, মূলধারার আইনী সেবা তখন অন্যান্য অঞ্চলে এবং ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়বে।

কোনো ধরনের সন্দেহ প্রকাশ না করেই বলা যায়, সিএলএস প্রকল্প ন্যায়-বিচারে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে মানুষের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অবদান রেখেছে। তবে অধিকাংশ দাতব্য প্রকল্পের মতো এই সিএলএস প্রকল্পের না ছিলো পর্যাপ্ত সময়সীমা, না ছিলো দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিবর্তনের জন্যে কোনো নির্দেশনা।

সিএলএস মডেলের চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

যতদিনে সিএলএস প্রকল্প অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে ততদিনে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং বাঁধার সম্মুখীনও হতে হয়েছে, যেগুলো কিনা সামগ্রিক কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো।

কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস এর কেন্দ্রবিন্দু আইনি সহায়তায় সীমিত থাকায় কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, এতে করে একটি বিরোধ তার সাথে জড়িত মানুষের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার সামগ্রিক চিত্র দেখতে দেয় না। একজন নারী যদি প্রকাশ্যে/ জনসম্মুখে পারিবারিক সহিংসতার কোনো মামলা করে তাহলে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক সহযোগীতা এমনকি কখনো কখনো শারীরিক নিরাপত্তারও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এসব সহযোগিতা নিশ্চিত করা সরাসরি সিএলএস'র অর্থায়নে সম্ভব ছিলো না। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পটি নারীর সামগ্রিক আইনগত ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে অবহেলা করেছিল। যদি এই সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হতো তাহলে শুধুমাত্র ব্যক্তি বিরোধ নয়, পাশাপাশি স্থানীয় সামাজের যৌথ সমস্যাগুলোতেও আলোকপাত করা যেতো।

উন্নয়নমূলক এনজিওগুলো ইতিমধ্যে আইনী সেবা ও সচেতনতায় উৎসাহ দিতে এবং ন্যায়-বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তাদের সক্ষমতা দেখিয়েছে: প্রায়ই তারা তাদের প্রকল্প এলাকাগুলোতে অনেক সময় দেন এবং স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। উন্নয়নমূলক এনজিওগুলোর জন্যে চ্যালেঞ্জ ছিলো তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা পালন নিশ্চিত করা। কিছু কিছু এনজিও-কে প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধির জন্যে এমনও অনেক জায়গায় কাজ করতে হয়েছে যেখানে এর আগে তারা কখনো কাজ করেনি। তাই বলা যায় সেই সকল এলাকায় তারা তুলনামূলক কম বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছিলো, যেখানে হয়তোবা কোনো স্থানীয় 'কমিউনিটি' এনজিও খুব সহজেই এর চেয়ে বেশী অর্জন করতে সক্ষম ছিলো। অন্যদিকে এনজিওগুলোর সাথে আইনী সংস্থাগুলোর সম্পর্ক ততোটা কার্যকর ছিলো না যদিও কিছু ক্ষেত্রে ভালো চর্চা বা কাজ ছিলো। উদাহরনস্বরূপ বলা যেতে পারে জনস্বার্থে যে মামলাগুলো হয় তা পরিচালনা করার জন্য সিএলএস এনজিওদের তহবিল প্রদান করা হয়। কিন্তু কমিউনিটি পর্যায় থেকে সিএলএস এনজিও'র মাধ্যমে সামান্য কয়েকটি ইস্যু জাতীয় পর্যায়ের এনজিওগুলোর কাছে উঠে এসেছে। একই সাথে দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় কমিউনিটি এনজিওগুলোর দ্বারা জাতীয় আইনকানুন-এর উল্লেখযোগ্য কোনো বাস্তবায়ন ছিলো না ।

ডিএফআইডি বাংলাদেশ মূলত ডিএফআইডি-এর প্রধান দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী ও মেয়ে শিশুদের ন্যায়-বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগীতা করে থাকে। সেই কারণে সিএলএস প্রকল্প যৌথভাবে উন্নয়নমূলক এনজিওগুলোর সাথে কাজ করছে, বিশেষত যেসব এনজিও'র ইতিমধ্যে বৃহৎ পরিসরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। প্রত্যন্ত ও বঞ্চিত এলাকাগুলোতে উন্নত বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করার মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি ইতিবাচক উন্নয়নে কাজ করেছে। তবুও আইনগত সেবা বৃদ্ধি ও কার্যকর করার মধ্যে একটি টানাপোড়েন কাজ করে। কিছু প্রতিষ্ঠান সময়ের অভাবে অনেক সংবেদনশীল বিষয়ে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারেনা।

এই প্রকল্পে লিঙ্গীয় সম্পর্ককে যথেষ্ঠ বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বেশীরভাগ সিএলএস গ্রাহকেরা (এনজিও) শুধুমাত্র নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ করেছে। কিছু কার্যকর লিঙ্গীয় সংবেদনশীল চর্চার উপর ভিত্তি করে তারা অনেক নারীকে (বাদি ও বিবাদি) অন্তত আংশিক প্রতিকার পেতে সহায়তা করেছে। তবে নারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সিএলএস'র গ্রাহক এনজিওকে প্রায়ই শক্ত বাঁধা মোকাবেলা করতে হয়েছে। এখানে নারী ও মেয়ে শিশুদের উপরই বিশেষ মনোযোগ দেয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে লিঙ্গীয় সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা দরকার ছিল; যেমন পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে পুরুষের মনোভাব কি সে সম্পর্কেও।

সিএলএস'র কার্যক্রমকে আরো উন্নত করতে সুপারিশ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের যা যা করতে হবে

১ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এবং এনজিও-কে অভিজাতদের/সুশীল শ্রেনীর সাথে আরো ঘনিষ্ট হয়ে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চলে এই ন্যায়-বিচারের মান উন্নত করতে স্থানীয় এমন এনজিও'র মাধ্যমে কাজ করতে হবে সমাজে যার আস্থা ও বৈধতা আছে। যাই হোক, এনজিওকে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে তারা শুধুমাত্র ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে না বরং তারাও এর অংশ।

২ তাদেরকে বৈচিত্রতার বিষয়গুলো মাথায় রেখে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। মানুষ কিভাবে তার সামাজিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে 'ন্যায়-বিচারকে' দেখে এবং কোথায় গেলে এই বিচার পেতে পারে তা প্রভাবিত করে সেসব বিষয়ের উপর কর্মীদেরকে অবশ্যই সংবেদনশীল হতে হবে। কোন স্থানিক দলে, যারা বছরের পর বছর বৈষম্যের শিকার এবং বাইরের মানুষের প্রতি দ্বিধাগ্রস্থ ও সতর্ক থাকে, তাদের সাথে কাজ করতে গেলে সংবেদনশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩ তাদেরকে সামগ্রিক একটা পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে। বৈধ দাবি জানানোর পরেও অনেক নারী সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবমূল্যায়িত হচ্ছে। অতএব, 'ন্যায় বিচারের সুযোগ' নিশ্চিত করতে আইনী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পথগুলো তাদের জন্যে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

৪ তাদেরকে সর্বপ্রথম স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর নজর দিতে হবে। এই 'স্থানীয়' দৃষ্টিভঙ্গি হল, কমিউনিটির চাহিদা বিশ্লেষণ করে কোথায় এবং কিভাবে একটি আইনী পদ্ধতি সঠিকভাবে স্থানীয় সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে তা বের করে আনা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আইনের আশ্রয় নেয়া সবসময়ই সবচেয়ে ভালো সমাধান নয়।

আন্তঃর্জাতিক দাতাদেরকে যা যা করতে হবে

১ সিএলএস প্রকল্পে নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে আলোকপাত করতে হবে। নারী ও মেয়ে শিশুর ঝুঁকির স্বরূপ বুঝতে ও তা নিরসনে কার্যকর প্রভাব রাখতে পারে- এমনভাবে প্রকল্প পরিচালিত হওয়া উচিত। ভবিষ্যতে এখানে কাজ করতে গেলে নারীর উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে পুরুষের মনোভাব এবং কার্যকলাপ বিবেচনায় নিয়ে একটি বৃহৎ লিঙ্গীয় এপ্রোচ বিবেচনায় নিতে হবে।

২ দাতাগোষ্ঠীকে বহুমাত্রিক পদ্ধতি হাতে নিতে হবে। শুধুমাত্র ফলাফলের উপর আলোকপাত করলে যারা পরোক্ষভাবে বিরোধ ও নারীর প্রতি অপরাধ সংঘটিত করে তাদের চিহ্নিত করা কঠিন করে তোলে। কিন্তু তা চিহ্নিত করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমন কর্মসূচী হাতে নেয়া যা আইনি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের সমস্যা মোকাবেলায় দৃঢ়ভাবে কাজ করে ।

৩ দাতাগোষ্ঠীকে এ কথা মেনে নিতে হবে যে টেকসই উন্নয়নের প্রধান অংশ হচ্ছে ব্যাপক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ। এর মধ্যে আছে আইনি, ব্যবস্থাপনাগত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে অর্থায়ন কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে।

৪ রাজনৈতিকভাবে "স্মার্ট" ও অভিযোজিত (**adaptive**) এপ্রোচ উৎসাহিতকরণ। 'রাজনৈতিকভাবে স্মার্ট' পদ্ধতি বৃহত্তর পরিসরে এনজিও'র সকল স্তরের সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে উৎসাহিত করে। 'অভিযোজিত' পদ্ধতির অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়ার বারবার পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতি পরিবর্তন করা।

ODI আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং মানবিক বিষয়ে যুক্তরাজ্যের একটি শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

পাঠককে এই রিপোর্ট থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে নিজেদের প্রকাশনায় ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতিত)। কপিরাইট স্বত্ব হিসেবে, এই গবেষণা বা গবেষণার অংশবিশেষ কোন প্রকাশনায় ব্যবহার করলে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ODI এর নাম এবং প্রকাশনার একটি কপি ODI কে দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। একই সাথে এর তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে প্রকাশ করলে সেখানে ODI ওয়েবসাইট এর মূল উৎস রেফারেন্স হিসেবে দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই রিপোর্টে প্রকাশিত সকল মতামত লেখকবৃন্দের নিজস্ব যা ODI এর প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করে না।

© Overseas Development Institute ২০১৭। এই প্রকাশনাটি Creative Commons Attribution -NonCommercial Licence এর অধীনে লাইসেন্সকৃত। (CC BY-NC 4.0).

সকল ODI রিপোর্ট www.odi.org এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

প্রচ্ছদ চিত্রঃ আইনি অধিকার ও তার স্বীকৃতি বিষয়ে সচেতনতা জন্য "উঠান বৈঠক", মাদারীপুর সদর উপজেলা, মাদারীপুর জেলা, বাংলাদেশ, ২০১২ © এমদাদুল ইসলাম বিটু

Overseas Development Institute
203 Blackfriars Road
London SE1 8NJ
Tel +44 (0) 20 7922 0300
Fax +44 (0) 20 7922 0399

odi.org